# দেশী বিদেশী মুদ্রা সীমার পরিবর্তিত ভ্রমণ প্যাকেজ

## ১. বাংলাদেশী মুদ্রা সীমা ঃ

আগমণ বা বহির্গমণকালে কোনরূপ ঘোষণা ছাড়া মাথাপিছু বাংলাদেশী মুদ্রায় সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা সঙ্গে রাখতে পারবেন। বাংলাদেশী মুদ্রা পাসপোর্টে এন্ডর্সে হয় না, মনে রাখবেন বর্ণিত সীমার অতিরিক্ত টাকা থাকলে, বহির্গমণকালে অবশ্যই ডিপার্টিং বন্দরের যেকোন অথরাইজড ডিলার/ব্যাংক থেকে বিদেশী মুদ্রায় কনভার্ট করে পাসপোর্টে এনডোর্স করে নিন, কারণ ৫০০০ টাকার অতিরিক্ত এক পয়সাও বহন করা যাবে না

## ২. বৈদেশিক মুদ্রা সীমা ঃ

ক) আগমনকালে যে কোন অংকের বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনতে পারবেন, এনডোর্সমেন্টের বালাই নেই। বুঝেনইতো, যত বেশি আনবেন তত বেশি দেশের লাভ  তবে ৫,০০০ মার্কিন ডলার বা তার সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রার অধিক হলে নির্ধারিত FMJ ফরমে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট ঘোষণা দিতে ভুলে গিয়ে বিপদে পইড়েন না  ঘোষণায় পয়সা লাগে না

খ) বহির্গমণকালে 'ভ্রমণ কোটা' অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা অবশ্যই পাসপোর্টে এনডোর্স করে নিবেন। এনডোর্সমেন্ট ছাড়া সিঙ্গেল পেনিও নেয়া যাবে না। তবে Diplomats/Privileged persons/UN personnel, Govt. officials travelling on official duties- এঁদের ক্ষেত্রে এনডোর্সমেন্ট না হলেও চলবে

## ভ্রমণ কোটা ঃ

### ব্যক্তিগতঃ

বার্ষিক ১২,০০০ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা

>সার্কভুক্ত দেশ এবং মিয়ানমার = ৫,০০০ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা

>বাংলাদেশ কর্তৃক স্বীকৃত অন্যান্য দেশ = ৭,০০০ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা

>একসাথে উপর্যুক্ত দু'প্রকারের দেশ ভ্রমণ করলে কত হবে? 12,০০০ মার্কিন ডলার

### চিকিৎসাজনিতঃ

ডাক্তারি কাগজপত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে ১০,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত। তার অতিরিক্ত দরকার হলে যেকোন অথরাইজড ব্যাংককে প্রয়োজনীয় কাজগপত্র দেখালেই তিরিক্ত মুদ্রার অনুমোদন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তাঁরাই নিবে দিবেন।

### শিক্ষাজনিতঃ

ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটার সমান।টিউশন ফি, হোস্টেল ফি  ব্যাংকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মুদ্রা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগেভাগেই জমা/পাঠিয়ে দিন।

### মাইগ্রেশনজনিত প্রথমবারঃ

ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটার সমান।

### ব্যাবসায়িকঃ

- মার্কিন ডলারে ৫০০০ + অবশিষ্ট প্রাপ্যতা, অন্য অবাধ বিমিনয় যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রায়। মার্কিন ডলার ছাড়া অন্য অবাধ বিমিনয় যোগ্য মুদ্রায় প্রাপ্যতার পুরোটায়

- ক্রেডিট/ডেবিট/প্রিপেইড কার্ডে নেয়া যাবে প্রাপ্যতার পুরোটাই, যেখানে মাকিন-অমার্কিন ডলারের কোনরূপ বাধানিষেধ নাই

–১২ বছরের কম ছোট্ট  সন্তানের ক্ষেত্রে ১০০ বছর বয়সীরাও যা পাবে, তার অর্ধেক

–বৈদেশিক মুদ্রা পকেটে করে নেন আর হাতে করে নেন...পাসপোর্টে এনডোর্সমেন্ট মাস্ট।

-বছরের প্রথম ভ্রমণেই প্রাপ্যতার পুরোটা নিয়ে খরচ করতে না পারলে অবশিষ্ট মুদ্রা নিয়ে কার্বমার্কেটে না গিয়ে অব্যায়িত মুদ্রা অথরাইজড ডিলার/ব্যাংকে ক্যাশ করুন এবং রসিদ (এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট) সংগ্রহে রাখুন। পরবর্তি ভ্রমণে কোটা এডজাস্টমেন্টে ব্যবহার করা যাবে।

-ফরেইনার, এনআরবিদের আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি মুদ্রা সীমার শর্ত ছাড়া অন্য কোটা শর্ত খাটবেনা। যেই পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে দেশে এসেছেন অনধিক সেই পরিমাণ অব্যায়িত মুদ্রা পাসপোর্টে এনডোর্স ছাড়াই নিয়ে যেতে পারবেন। আসার সময় ৫০০০ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের অতিরিক্ত হলে নির্ধারিত এফএমজে ফরমে আস্তে করে ডিক্লেয়ার করে আসবেন এবং যাবার সময় সেই ডিক্লেয়ার্ড ফরম সাথে রাখবেন।

**স্থল, নৌ বা বিমান, যে কোন বন্দরের ক্ষেত্রেই একই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে|**